

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৮৬১

১/ বিবিধ

আরবী

ألا أخبركم بخياركم؟ الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفلا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون  
بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت  
ضعيف

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (48) وأحمد في "المسند" (6 / 459) عن عبد  
الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا. وهذا سند  
ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غير شهر بن حوشب، وهو صدوق، كثير الإرسال  
والأوهام كما في "التقريب". وقال شيخه العراقي في "تخريج الإحياء" (2 / 162):  
رواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بسند ضعيف

ورواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن شهر كما في "الترغيب" (3 / 295)  
وروى ابن ماجة (2 / 528) الشطر الأول منه. وهذا القدر له شاهد مخرج في  
الصحيحة" (1646 و1733). وقد اضطرب شهر في إسناده، فمرة يرويه عن أسماء  
هذه، ومرة عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ: "خيار عباد الله... كما يأتي

قال المنذري: "ورواه الطبراني من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم،  
وابن أبي الدنيا في كتاب "الصمت" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم،  
وحديث عبد الرحمن أصح، وقد قيل: إن له صحبة". ولفظ حديث ابن غنم: "خيار

عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشائون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت". أخرجه أحمد (4 / 227) وابن منده في " المعرفة " (ق 27 / 1) عن ابن أبي الحسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سند ضعيف لضعف شهر، وبقية رجال السند ثقات رجال الستة. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مخرج في " الروض " (1084) وفي " غاية المرام " (434) من رواية ابن أبي الدنيا في " الصمت "، وقلت هناك في آخر تخريج هذا الحديث: " فلعن الحديث بهذا الشاهد يصير حسنا. والله أعلم

বাংলা

১৮৬১। আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তাদেরকে যখন দেখা যায় তখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যারা চোগলখোরী করার জন্য চলে। যারা বন্ধুদের মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করে, কঠোরতার দ্বারা নিরপরাধদের প্রতি অত্যাচার করে।

হাদিসটি দুর্বল।

তিনি (আলবানী) হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি এটিকে শেষে গিয়ে হাসান আখ্যা দিয়েছেন বহু শাহেদ থাকার কারণে।

এটিকে ইমাম বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (৪৮), আহমাদ “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (৬/৪৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনু খুসাইম হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আসমা বিনতু ইয়াযীদ হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। শাহর ইবনু হাওশাব ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি বহু মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী যেমনটি “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

তার শাইখ ইরাকী “তাখরাজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (২/১৬২) বলেনঃ এটিকে আহমাদ আসমা বিনতু ইয়াযীদের হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আবী শাইবাহ ও ইবনু আবিদ দুনিয়া শাহর হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আত-তাকরীব” গ্রন্থে (৩/২৯৫) এসেছে। ইবনু মাজাহ প্রথম অংশটুকু (২/৫২৮) তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ পরিমাণের শাহেদ রয়েছে, আমি “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে (১৬৪৬, ১৭৩৩) যার তাখরীজ করেছি।

সনদের মধ্যে শাহর ইযতিরাব করেছেন। একবার আসমা হতে বর্ণনা করেছেন, আরেকবার আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী বলেনঃ হাদীসটিকে ত্ববারানী ওবাদার হাদীস হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আবিদ দুনিয়া “কিতাবুস সমত” এর মধ্যে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমানের হাদীসটি বেশী সঠিক। বলা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। আর ইবনু গানামের হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ

خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون  
البراء العنت

এ উম্মাতের মধ্য হতে আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হচ্ছে তারাই যাদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। এ উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বান্দা হচ্ছে তারাই যারা চোগলখোরী করার জন্য চলে। যারা বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, কঠোরতার দ্বারা নিরাপরাধদের প্রতি অত্যাচার করে।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২২৭) ও ইবনু মান্দা “আলমারিফাহ” গ্রন্থে (কাফ ১/২৭) ইবনু আবুল হুসাইন হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছে।

এ সনদটি দুর্বল শাহর দুর্বল হওয়ার কারণে। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তারা ছয়টি হাদীস গ্রন্থের বর্ণনাকারী। “আসসমত” গ্রন্থের বর্ণনা হতে। আমি “আররাওয়” (১০৮৪) ও “গায়াতুল মারাম” গ্রন্থে (৪৩৪) যেটির তাখরীজ করেছি এবং আমি সেখানে হাদীসের শেষে বলেছিঃ সম্ভবত হাদীসটি এ শাহদের কারণে হাসান পর্যায়ে পৌছে গেছে।

উল্লেখ্য শাইখ আলবানী হাদীসটিকে অন্যান্য গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "সহীহাহ" (২৮৪৯), "আলআদাবুল মুফরাদ" (৩২৩)।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72744>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন